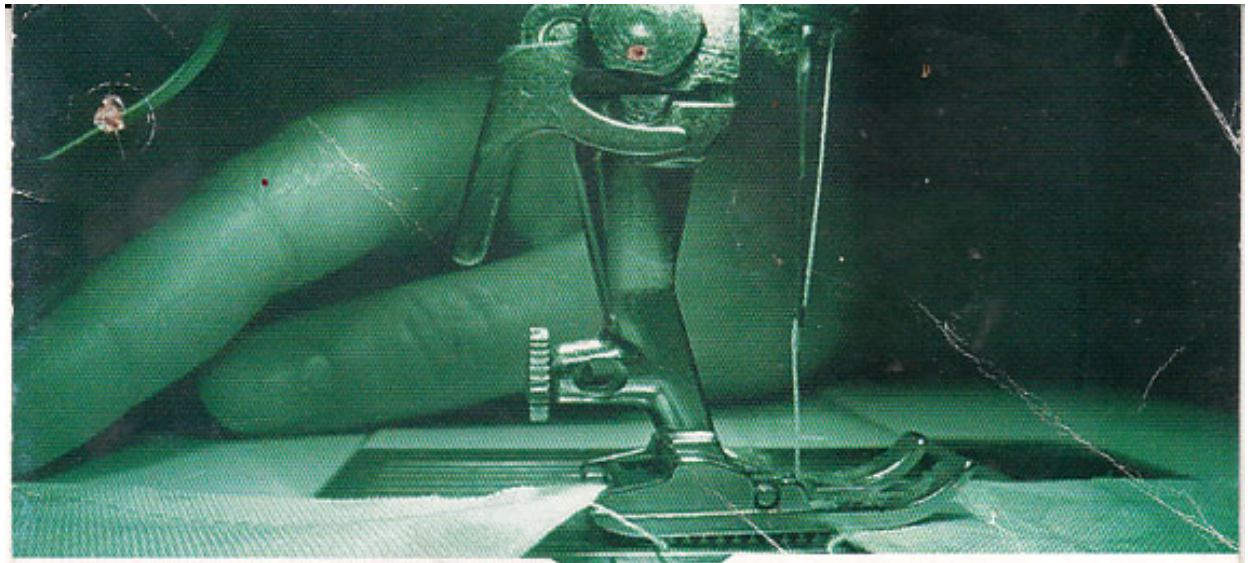

গার্মেন্টস শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি দারিদ্র্যতা হ্রাস প্রকল্প (গার্মেন্টস প্রকল্প)

মঙ্গা থেকে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে একটি নতুন উদ্যোগ

বাস্তবায়নে : গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)

www.guk.org.bd

মঙ্গা থেকে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে একটি নতুন উদ্যোগ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা অন্যতম দারিদ্র্যপ্রবণ জেলা। সাতটি উপজেলা তিনটি পৌরসভা ও ৮২ টি ইউনিয়নে প্রায় ২৫ লাখ লোকের বসবাস এই জেলায়। তিনটি বড় নদী যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা জেলার চারটি উপজেলার ২৩টি ইউনিয়নের উপর দিয়ে প্রবাহিত। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ নদীবেষ্টিত চরাঞ্চলে বাস করে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে সারা বছর নদীভাঙ্গন, বন্যা, শৈত্যপ্রবাহ, মঙ্গা, কালবৈশাখী ঝড়সহ নানা দুর্যোগ ও চরম দারিদ্র্যের সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করেই বাঁচতে হচ্ছে এখানকার মানুষকে।

এতদঞ্চলে কোন বড় ও মাঝারি শিল্প-কারখানা গড়ে না ওঠায় স্থানীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণই কৃষিনির্ভর। কিন্তু কৃষি সারা বছর আয় ও কর্মসংস্থানের যোগান দিতে পারছে না। ফলে ভূমিহীন ও কর্মহীন মানুষের ক্রমবৃদ্ধির সাথে যোগ হচ্ছে দরিদ্র থেকে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া। এই নিঃস্ব পরিবারগুলোর উল্লেখযোগ্য একটা অংশ প্রতিনিয়তই আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাময়িকভাবে স্থানান্তারিত হচ্ছে। এসব পরিবারের নারী ও শিশুরা এলাকাতেই দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অনাহার-অর্ধাহারকে সঙ্গী করে চরম কষ্টে জীবন-যাপন করে থাকে। তাছাড়া বছরের কিছু সময়ে কাজ ও উপার্জন না থাকায় মঙ্গা বা আকাল দেখা দেয়। মূলত এসব চরাঞ্চল থেকে স্থায়ীভাবে মঙ্গা দূর করার লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারের যুবক-যুবতীদেরকে গার্মেন্টস শিল্পভিত্তিক দক্ষতা প্রদান এবং এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন গার্মেন্টস শিল্প-কারখানায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অতি দারিদ্র্যতা হ্রাস প্রকল্প (গার্মেন্টস প্রকল্প) গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK), দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে বিগত ২৭ বছর যাবত বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। জিইউকে গাইবান্ধা জেলা ছাড়াও রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নিলফামারী ও রংপুর জেলায় উন্নয়ন কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি স্তরের জনগণ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের যোগসূত্র স্থাপন করে সহযোগী সংগঠন হিসেবে জিইউকে সকল স্তরে আস্থা অর্জন করেছে।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দের লক্ষ্য-১ এর টার্গেট '১' ও '২' অর্জনে সহযোগিতা করা।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

২০১৩ সালের মধ্যে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের ১১৬০টি অতি দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের (কমপক্ষে ৫০% নারী) দারিদ্র্যতা বিমোচন।

উদ্দেশ্য

- অতিদরিদ্র পরিবারের আগ্রহী নারী ও পুরুষ ব্যক্তিদের (কমপক্ষে ৫০% নারী) ওভেন গার্মেন্টস এর মেশিন অপারেটর হিসেবে দক্ষ করে তোলা;
- লক্ষ্যভুক্ত উপকারভোগীদের প্রতিষ্ঠিত ওভেন গার্মেন্টস এর মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; এবং
- লক্ষ্যভুক্ত উপকারভোগী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে মৌলিক অধিকার ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

মূল কার্যক্রমসমূহ

- অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে থেকে নিবিড়ভাবে জরিপ এবং পারিবারিক প্রোফাইল তৈরি করে প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন;

- ওভেন গার্মেন্টস এর মেশিন পরিচালনা বিষয়ে মাসব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস এ দুইমাস ব্যাপী ইন্টার্নশিপ এবং উপকারভোগীদের আবাসন এর ব্যবস্থা করা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস এ উপকারভোগীদের চাকরির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা;
- উপকারভোগীদের পরিবারে ক্ষুদ্র আকারের আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা;
- উপকারভোগী ও তাদের পরিবারে জন্য নিয়মিত ফলো-আপ সহায়তা অব্যাহত রাখা;
- স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমের সাথে প্রচারণামূলক কার্যক্রম।

কর্মএলাকা

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম পরিচালিত হবে গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী, মালিবাড়ী, ঘাগোয়া, কামারজানী, গিদারী এবং মোল্লারচর ইউনিয়নে। এছাড়াও কিছু কার্যক্রম যেমন, প্রশিক্ষণার্থীদের চাকরি, গণমাধ্যমে প্রচারণা, প্রাইভেট সেক্টরের সাথে শেয়ারিং মিটিং ইত্যাদি পরিচালিত হবে ঢাকা ও গাজীপুর জেলায়।

প্রকল্পের উপকারভোগী

মোট ১১৬০ জন উপকারভোগী সরাসরি এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হবেন। যার মধ্যে কমপক্ষে ৫০% হবেন নারী। ১১৬০ জন উপকারভোগীর পরিবার থেকে আনুমানিক ৫৮০০ জন এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবেন। এছাড়াও গার্মেন্টস কারখানার মালিকগণ, Bangladesh Garments Manufacturers and Expoters Association (BGMEA), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং গণমাধ্যম এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেকহোল্ডার।

প্রকল্পের উপকারভোগী হবেন-

- যাদের চাষযোগ্য জমি নেই;
- বছরে ৪ মাস দিনে দুই বেলার বেশী খাবারের সামর্থ নেই;
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নয় এমন পরিবার;
- নদীভাঙন অথবা ভাঙন-প্রবণ এলাকায় ঘর অথবা দুর্যোগ-প্রবণ এলাকায় বসবাস করে;
- পরিবারের মাসিক সর্বোচ্চ আয় ২,০০০ টাকার বেশি নয়;

- উৎপাদনযোগ্য সম্পদ: যার মূল্যমান সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকার বেশি নয়;
- নারীপ্রধান পরিবার যেখানে উপার্জনক্ষম পুরুষ নেই;
- বাড়ির অবস্থা ভালো নয়, জায়গা কম;
- পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে;
- শিশুশ্রমের মাধ্যমে পরিবার পরিচালিত হয়;
- অন্যের জায়গায় বসবাস করে;
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পায়, তবে অনুদানের পরিমান খুব কম;
- সরকারি সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু পাচ্ছেন না।

প্রকল্প মেয়াদ

প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১০ সালে শুরু হয়ে নভেম্বর ২০১৩ সালে শেষ হবে। উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ এবং গার্মেন্টস কারখানায় ইন্টার্ণশীপ কার্যক্রম শেষ হবে প্রকল্পের শেষ বছরের প্রথম দুই মাসের মধ্যেই।

প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ

ফলাফল ১ - অতিদরিদ্র পরিবারের ১১৬০ জন ব্যক্তি (কমপক্ষে ৫০% নারী) ওভেন গার্মেন্টস এর দক্ষ মেশিন অপারেটর হিসেবে গড়ে উঠবে।

ফলাফল ২ - অতিদরিদ্র পরিবারের ১১৬০ জন ব্যক্তির (কমপক্ষে ৫০% নারী) ওভেন গার্মেন্টস এর মেশিন অপারেটর হিসেবে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে ।

ফলাফল ৩ - বিভিন্ন সরকারি সহযোগিতা এবং ছোট মাত্রার আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে প্রকল্পের ১১৬০টি উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধি হবে ।

অর্থায়নকারী সংস্থা

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে Stimulating Household Improvements Resulting Empowerment (shiree). This is a part of the initiatives of the Economic Empowerment of the Poorest (EEP) Challenge fund with the partnership between UKaid of DFID and GoB.

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)

পোস্ট বক্স: ১৪
নশরৎপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০, বাংলাদেশ

ফ্যাক্স: +৮৮ ০৫৪১-৮৯০৪২
মোবাইল: +৮৮ ০১৭ ১৩ ৪৮ ৪৬৯৬
ইমেইল : guk.gaibandha@gmail.com